সংবাদ

তারিখ 02 APR 2014
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

কারিগরি শিক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু করে বিপাকে শিক্ষা বোর্ড

● চার বছরেও প্রশিক্ষণ নেই-২৫ হাজার শিক্ষকের

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসির (বিএম) শিক্ষাক্রমে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করে বিপাকে পড়েছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। ২০১১ সালে এই তিন স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রম চালু হলেও শিক্ষকরা এ বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না। এই তিন স্তরের তিন হাজার ৮৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষক সৃজনশীল প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষকরা সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় ছাত্রছাত্রীরাও এ বিষয়ে পাঠ্যাভ্যাস, দক্ষতা অর্জনসহ একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কার্যকর কোন উদ্যোগই গ্রহণ করছে না। এ অবস্থার মধ্যেই আগামীকাল শুরু হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা।

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষক সংবাদকে জানান, 'প্রশিক্ষণ না থাকায় আমরা ঢালাওভাবে পরীক্ষায় নম্বর দিচ্ছি। এতে ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ না ঘটলেও পরীক্ষায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত কারিগরি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

কারিগরি : শিক্ষা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে না।' সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) অধীনে সৃজনশীল বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা এই প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ পায় না। এসইএসডিপি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে মাউশির তত্ত্বাবধানে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়সারা সিদ্ধান্তের কারণেই কারিগরি শিক্ষকরা সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয় ইচ্ছে করলে দু'বছর আগেই কারিগরির শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে পারত। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতিতে কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থাই এখন সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। এই শিক্ষার বিকাশে দৃশ্যত সরকারের কোন উদ্যোগই নেই।

এই পরিস্থিতিতে কারিগরি শিক্ষকদের এসইএসডিপি প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্য ৩১ মার্চ শিক্ষা সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক, এসইএসডিপি প্রকল্পের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ করেছেন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাশেম।

এ বিষয়ে প্রফেসর আবুল কাশেম সংবাদকে বলেন, 'সৃজনশীল বিষয়ে কারিগরি শিক্ষকদের জরুরিভিত্তিতে ইনসেনটিভ ট্রেইনিং (উদ্দীপনামূলক প্রশিক্ষণ) দরকার। কিন্তু বোর্ডের সীমিত অর্থ ও সামর্থ্য এবং সীমিত জনবল দিয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা সম্ভব হয় না। এজন্যই কারিগরি শিক্ষকদের এসইএসডিপির প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ করেছি। আমি খবর পেয়েছি, খুব শীঘ্রই ওই প্রকল্পটি রিভাইজ (সংশোধন) হতে যাচ্ছে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এসইএসডিপি প্রকল্পের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) রতন কুমার রায় গতকাল সংবাদকে বলেন, 'লিপিতে (প্রকল্প প্রস্তাবনা বা দলিল) কারিগরি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয় উল্লেখ নেই। তবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রশিক্ষণের আয়োজন করলে আমরা মাস্টার ট্রেইনার দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি। আর সরকার চাইলে কারিগরি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।'

তিনি জানান, 'এসইএসডিপি প্রকল্পের অধীনে সারাদেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার প্রায় তিন লাখ ২৯ হাজার শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। বিপুলসংখ্যক শিক্ষক একের অধিক বিষয়েও প্রশিক্ষণ পেয়েছে।'

বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় মোট তিন হাজার ৮৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এর মধ্যে এসএসসি ভোকেশনাল দুই হাজার ১৯৭টি, এইচএসসি ভোকেশনাল ৬৪টি এবং এইচএসসি বিকম এক হাজার ৬১৯টি। এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষক আছেন। ২০১১ সাল থেকে এই বোর্ডের আওতায় এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (ভোকেশনাল) এবং এইচএসসি (বিএম) শিক্ষাক্রমে অন্য শিক্ষা বোর্ডের ন্যায় সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কিন্তু সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের নিমিত্তে সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক না পাওয়ার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে বিভিন্ন সংস্থায় দেয়া কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে এসএসসি ভোকেশনালে বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ধর্ম, আত্মকর্মসংস্থান এবং ব্যবসায়ী উদ্যোগ ও রসায়ন বিজ্ঞানসহ বেশিরভাগ বিষয়েই সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু আছে। আর এইচএসসি ভোকেশনালে বাংলা, রসায়ন বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি আছে।